তারিখ 13 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ ... ৪

যুগান্তর

বেসরকারি মেডিকেল

শিক্ষার্থীদের মাথায় ১০০ কোটি টাকার করের বোঝা

যুগান্তর রিপোর্ট

করের আওতায় আসছে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ইংরেজি মাধ্যমের পাশাপাশি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর ১০ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আরোপের প্রস্তাব করা হয়। এতে করে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের ওপর ১০০ কোটি টাকার করের বোঝা চাপিয়েছে সরকার!

বাজেট পাসের আগেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। চলতি মাসের শুরুতে জারিকৃত ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এখন থেকে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোকে সব ধরনের খরচের ওপর ১০ শতাংশ হারে মূসক প্রদান করতে হবে। বিগত বছরগুলোতে মূসকের কোনো বিধিবিধান ছিল না। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বর্তমানে আসন সংখ্যা সাত হাজারেরও বেশি। ভর্তির সময় ছাত্রপ্রতি টিউশন ফি হয় প্রায় ১৫ লাখ টাকা। সাধারণ হিসাবে দেখা যায়, শুধু টিউশন ফির টাকার ১০ শতাংশ হারে প্রতি ছাত্রের মূসকের টাকার অংক দাঁড়ায় দেড় লাখ টাকা।

বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, মেডিকেল

বোঝা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বোঝা : শিক্ষার্থীদের মাথায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মূসক কেটে নেয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, মাসিক বেতন-ভাতা, হোস্টেলের ভাড়া ও খাবারের খরচ থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা কেটে রাখা হবে।

প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) অর্থ সম্পাদক ইকরাম বিজু এ ধরনের সিদ্ধান্তে উদ্বেগ জানিয়ে যুগান্তরকে বলেন, এফবিসিসিআইয়ের সদস্য হিসেবে তাদের মাধ্যমে প্রস্তাবটি বাতিল করার দাবি জানিয়ে ৮ জুন চিঠি দেয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক মেডিকেল কলেজের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, টিউশন ফির নির্ধারিত টাকা থেকে কলেজগুলোকে ১০ শতাংশ হারে আবশ্যিকভাবে মূসক দিতে হবে— এমন ব্যবস্থা নিলে শিক্ষার্থীদের এ করের বোঝা বইতে হতো না বলে মন্তব্য করেন।

গত বছর থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তির টিউশন ফি ১৫ লাখ টাকার সিলিং বেঁধে দিয়েছে। এছাড়াও কলেজভেদে শিক্ষার্থীদের হোস্টেলের সিট বাবদ জনপ্রতি সাত হাজার থেকে আট হাজার ও খাবার খরচ বাবদ প্রতি মাসে ছয় হাজার থেকে সাত হাজার টাকা আদায় করা হয়। এছাড়া অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি, পরীক্ষার ফিসহ বিভিন্ন খাতে আরও টাকা আদায় করা হয়।

বর্তমানে দেশের ৬২টি বেসরকারি মেডিকেল ও ১৮টি ডেন্টাল কলেজে সাত হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি, মাসিক বেতন, আবাসন ও আহারসহ সব ধরনের খরচের ওপর এখন থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ মূসক কেটে রাখবেন।

গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজের একজন কর্মকর্তা জানান, এনবিআরের প্রজ্ঞাপন পেয়ে তারা ৪ জুন থেকে খরচের ওপর মূসকের হিসাব রাখা শুরু করেছেন।

স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের আহ্বায়ক ও বিএমএর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. রশীদ ই মাহবুব যুগান্তরকে বলেন, ভর্তিইচ্ছুক পর্যাপ্তসংখ্যক সরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে সুযোগ করে দেয়া সরকারের দায়িত্ব হলেও তারা দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, বেসরকারিভাবে উদ্যোগে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। মেডিকেল কলেজের নামে মূসক কাটা হলেও মূলত তা শিক্ষার্থীদেরকেই বহন করতে হবে। ভর্তি ফি, হোস্টেল ভাড়া ও খাবার বাবদ শিক্ষার্থীরা আগে যে টাকা দিত তার সঙ্গে শতকরা ১০ ভাগ টাকা যোগ হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের পরিবারের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে। শুধু তাই নয়, উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হবে।